চলচ্চিত্র-প্রয়াস-সংস্থা-র

কাঞ্চন-কন্যা

Kanchan-Kanya

PURNENDU comes to his own house as a manager of his own estate under a false name after all the world has known that he is dead and gone. This subterfuge is taken for making sure that the girl, chosen by his uncle, whom he must marry to inherit his deceased uncle's property—is quite up to his standard. Things start developing beyond the control of Purnendu and to climax all, there comes another Purnendu who asserts himself as the genuine Purnendu and claims both the bride and property. Who is the real Purnendu and how the crisis dissolves, can be seen in this picture which overflows with romance, adventure and laughter.

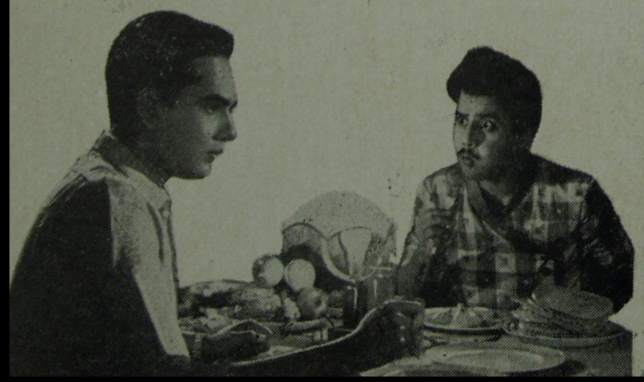

কাহিনী

শ্রীপূর্ণেন্দু চৌধুরী

পোঃ তেন-স্যু

মালয়

কলকাতা থেকে এক এটর্নী লিখেছে

পূর্ণেন্দুর জ্যাঠা মারা গেছেন এবং তাঁর কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি পূর্ণেন্দুকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু……

পূর্ণেন্দুকে জ্যাঠার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে হবে—নইলে বিষয়-সম্পত্তি সব পাবে বিশু-গোমস্তা।

ষোল বছর আগেকার কথা……

বাপ-মা-মরা পূর্ণেন্দুকে তার নিঃসন্তান জ্যাঠা নিজের মনের মত করেই মানুষ করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধলো সেইখানেই। নয় দশ বছর বয়স থেকেই তিনি পূর্ণেন্দুকে তালিম দিচ্ছিলেন যাতে সে তাঁর ব্যবসায়ের অলি-গলির গোলক ধাঁধায় সামলে-সুমলে চলতে পারে। কিন্তু পূর্ণেন্দুর তাতে ঘোরতর আপত্তি।

ইচ্ছা আর আপত্তি ক্রমাগত ঠোক্কর খেতে থাকে। এই সংঘাত থেকে একদিন ঘটে গেল বিস্ফোরণ। দশবছরের বিদ্রোহী বালক একদিন জ্যাঠার বাড়ী থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে মনে মনে শপথ করলো—জীবনে সে আর জ্যাঠার দারস্থ হবে না।

তার ষোল বছর পত্রটনীর এই চিঠি……

সে চিঠিতে জানা গেল জ্যাঠার সর্ত— তাঁর মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে হবে। সে মেয়ে কেমন কিছুই জানা নেই। তা ছাড়া বিয়ের পর হয়তো ফস করে কোনদিন বলে বসবে – আমাকে বিয়ে করেছিলে তাই এ সম্পত্তি পেয়েছ। ওরে বাবা! দরকার নেই অমন সম্পত্তি পেয়ে।

পূর্ণেন্দুর আত্মসম্মানে বুঝিবা আঘাত লাগে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা তার বন্ধু সুদর্শন।

সুদর্শন বলে : আরে, একবার দেখতে দোষ কী? যদি তোর ভাল লাগে, পছন্দ হয় তবে বিয়ে করবি তাকে। নইলে ফিরে আসবি। সোজা অঙ্ক। এতে এত ভাববার কী আছে?

বিধাতা পুরুষ একটু মুচ্‌কে হাসলেন……

ঘটনাচক্রে সবাই জানতে পারে, পূর্ণেন্দু দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বন্ধু সুদর্শন পরামর্শ দেয় : ভালোই হলো। ওদের ভুল ভেঙ্গে আর কাজ কী? এবার বেনামে সেখানে গিয়ে মেয়েটিকে চোখে দেখে ভালভাবে বাজিয়ে নিতে পারবি। পছন্দ হলে সুযোগ বুঝে আত্মপরিচয় দিস্।

তারপর……পূর্ণেন্দু ও সুদর্শন যেদিন জ্যাঠার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল, সেদিন ঘটা করে সেখানে পূর্ণেন্দুর শ্রাদ্ধ হচ্ছে……এখানে এসে পূর্ণেন্দু নাম নিয়েছে নন্দগোপাল। এক ফাঁকে সে মেয়েটিকে অর্থাৎ উমাকে দেখেছে। দেখতে তো ভালই। কেমন তার স্বভাব-চরিত্র? মেজাজটাই বা কেমন—কড়া না মোলায়েম?

সুদর্শনের তদ্বির-তদারকের ফলে সেই বাড়ীতেই পূর্ণেন্দু একটা চাকুরী পায় – এস্টেট ম্যানেজারের। বিশু-গোমস্তাই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত উমাকেই সব সম্পত্তি দিয়ে যাবে, এ কথা জানতে কারু বাকী নেই। সবব্যাপারেই উমার পরামর্শ ছাড়া বিশুকাকা কিছু করেন না। কাজেই ম্যানেজার নন্দগোপাল আর উমার দেখাসাক্ষাৎ ঘন ঘন ঘটতে থাকে। নন্দগোপাল উমার হাল হদিশ বুঝতে পারে না। এ বাড়ীতে এক ডাক্তার আসে রোজ। তার সাথে উমার যত হাসি, যত গল্প! কিন্তু নন্দগোপালের সংগে ব্যবহারে যতই জেদ আর মেজাজ দেখায় উমা ততই তার গোঁ বাড়ে—যেমন করেই হোক পোষ মানাতে হবে মেয়েটাকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সব পথই গিয়ে ঝগড়ায় শেষ হয়। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় নন্দগোপালের।…ধূত্তোরি ছাই……এ মেয়েকে পোষমানানো পণ্ডশ্রম মাত্র! নন্দগোপাল আজ সব ছেড়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু অত সহজেই কী সে যেতে পারে? উমা তাকে মুক্তি দেয় না… নিজেই একদিন ধরা দেয়। নন্দগোপাল মনস্থির করে এবার সে আত্মপ্রকাশ করবে। ঠিক এই সময় খবর আসে—পূর্ণেন্দু দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে ফিরে আসছে……

আসল পূর্ণেন্দু অর্থাৎ নন্দগোপাল বিস্ময়ে হতবাক হয়—এ আবার কে? ঘটনা এগিয়ে চলে দ্রুততালে…জাল পূর্ণেন্দু আসে। সবার স্বীকৃতি পায় সে…

চরম মুহূর্তে আসল পূর্ণেন্দু নকল-পূর্ণেন্দুর মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করে……

বিধাতাপুরুষ তখনও দুলে দুলে হাসছেন……

ফলে, সবার সামনে প্রমানিত—আসলটাই জাল, আর জালই আসল……

কিন্তু……

হাজার বছর ধরে, লক্ষকোটি মানুষের সাধনায় যে সভ্যতা আজ গোড়ে উঠেছে, সেখানে কী আলোই অন্ধকার…আর অন্ধকারই আলো? সত্যই মিথ্যা, আর মিথ্যাই সত্য?

গান

[এক]

আমি কী যে করি কোথা যে যাই
ভেবে না পাই ;
সে তো আসে না, হাসে না ; ভালতো বাসেনা
মনে মনে যারে চাই ॥

ও তার আসা-যাওয়ার এই পথের ধারে
রয়ে রয়ে বেলা বয়ে বয়ে যে যায় ;
ফিরে দেখে না তবু সে হায় ॥

প্রাণে কী ব্যথা যে ওঠে বেজে,
কারে জানাই ॥

কুহু কুহু বলে উঁহু উঁহু
তোমার নেই কী জানা ; তারে চাইতে মানা—
তবুও তো বারণ হায়—
শোনেনা, শোনেনা শোনেনা মন ॥

ও তার হাসিটুকুর সেই মধুর মায়ায়
সুরে সুরে ভেসে, দূরে দূরে যে যায় ;
ও গো কে জানে কারে সে চায় ;

এ-তো কাছাকাছি, আমি আছি
তবুও হারাই ॥

[দুই]

ওরে ও শ্যামকে তোরা বলে দে, ও ললিতে
কী বলে সে, কী বলিতে—
রাধার কাজ নাই অমন পীরিতে ॥

ভাল কথা বলি তো সে মন্দ মানে করে
যখন তখন কাঁদায় কেবল—
আমারই দোষ ধরে !

বারণ করিস আসতে তারে কুঞ্জগলিতে ॥
বাঁশিতে তার এতো সুধা, হাসিতে তার মধু
এতো থেকেও অবুঝ কেন তোদের পরাণ বঁধু !
কপাল দোষে সুখ হোল ছাই আমায় ছলিতে ॥

[তিন]

ওগো রাত—যেয়োনা
আরো একটু থাকো—
ভাল লাগছে তোমায় আজ গান শোনাতে ।
কতদিন পরে ফুল ঐ ফুটলো প্রথম
তুমি তার মিনতিটুকু আজকে রাখো ॥

আমি ঘুম ভুলেছি তারি সৌরভে যে
মনে রং ধরেছে তারি গৌরবে যে
দুটি মুগ্ধ চোখের কিছু স্বপ্নমাখো ॥

দ্যাখো তার খেয়ালী খুশী ঐতো দোলে
হাওয়া সেই দোলাতে আপনি ভোলে
দূরে চন্দ্রকলা আলোচন্দনে যে
তারে করলো বরণ অভিনন্দনে যে—
তুমি তার সে মধুর-ভীরু লজ্জা ঢাকো ।

সংগঠনে

॥ পরিচালনায় : সুখেন্দু চক্রবর্তী ॥

চলচ্চিত্রায়ণে : দেওজীভাই ॥ সহকারী : শক্তি ব্যানার্জী ॥ শব্দানুলিখনে : জে, ডি, ইরাণী ॥ সহকারী : সিদ্ধি নাগ ॥ শব্দানুমিশ্রণে : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ গীতরচনায় : শ্যামল গুপ্ত ॥ নেপথ্য-সঙ্গীতে : সন্ধ্যা মুখার্জী হেমন্ত মুখার্জী ॥ চিত্র-সম্পাদনায় : মধুসূদন ব্যানার্জী ॥ সহকারী : প্রতাপ মজুমদার ॥ দৃশ্য-পরিকল্পনায় : গুপী সেন ॥ ব্যবস্থাপনায় : নীরোদবরণ সেন, শম্ভু মুখার্জী ॥ রূপসজ্জায় : ত্রিলোচন পাল, দেবীদাস হালদার ॥ কৃতজ্ঞতা-স্বীকৃতি : "বাসনালয়" ॥ এস্-সি সরকার এণ্ড সন্স রাজলক্ষ্মী শিল্প-মন্দির ॥ প্রচার-পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল সহকারী প্রচার-পরিচালনায় : মন্টু চক্রবর্তী ॥ প্রচার সজ্জা : কলাবিদ স্থির-চিত্রে : এড্না লরেঞ্জ ॥ যন্ত্র-সঙ্গীতে : সুর ও শ্রী সঙ্গীত-পরিচালনায় : ভি, বালসারা ॥ সহকারী : রবীন সরকার ॥ সহকারী : বসির সিদ্দিকী, নরেন্দ্র কুমার, সুজিত মৈত্র ॥

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরীজ্-এ চিত্র পরিস্ফুটিত

॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে শব্দানুলিখিত ॥

চরিত্র-চিত্রণে :—

অরুণ মুখার্জী, কণিকা মজুমদার, অনুপকুমার, সুমিতা সান্যাল পাহাড়ী সান্যাল, তৃণাঞ্জন মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, শান্তি দাস, বঙ্কিম দাস, বঙ্কিম ঘোষ ইরা চক্রবর্তী, ধীরাজ দাশ, নৃপতি চ্যাটার্জী, অনিল ব্যানার্জী মনু মুখার্জী, কেকা দেবী, নির্ম্মলেন্দু ব্যানার্জী, সুমিত্রা ঘোষ।

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স

শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স-এর প্রচার-বিভাগ হইতে সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
১৫৭-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলি : ১৩ ন্যাশন্যাল আর্ট প্রেস কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত।